ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 13 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ১৬৯ ● কলকাতা ● ০৮ আষাঢ়, ১৪৩২ ● সোমবার ● ২৩ জুন ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

ছাব্বিশে বাংলায় নতুন হিন্দুত্ববাদী দল

২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনের আগে বাংলায় নতুন দল আসার জোরাল সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। আর এই দলের পিছনে রয়েছে বিজেপির বড় মাথা। দীর্ঘদিনের বিজেপি নেতার কথা উঠে আসছে এই দল গঠনের ভূমিকায়।এই প্রসঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র কুণাল ঘোষের বক্তব্য, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৈনিকরা রোটি-কাপড়া-মাকানের নীতিতে চলে। বিজেপি বাংলাকে বঞ্চিত করে বলে ধর্মীয় ভেদাভেদ চালাতে হয়। যেই আসুক, বাংলায় বিভাজনের রাজনীতি কাজ করবে না।২০২৬-এ বড় অস্ত্র হতে চলেছে মেরুকরণের রাজনীতি, যা বঙ্গে এখন প্রবল। হিন্দু আবেগে শান দিতে যেখানে ক্রমশই সুর চড়াচ্ছে বিজেপি সেখানেই এক নয়া জল্পনা!হিন্দুত্বর অস্ত্র নিয়ে বাংলার রাজনীতিতে আসতে চলেছে নতুন দল! 'পশ্চিমবঙ্গ হিন্দু সেনা' এই নাম নিয়েই খুব শীঘ্রই আত্মপ্রকাশ করতে চলেছে নতুন রাজনৈতিক দল।সূত্রের খবর, শুক্রবার সল্টলেকের একটি গোপন ঠিকানায় বৈঠকও হয়েছে এই নতুন দলের! ২৫ জন ছিলেন ওই দিনের বৈঠকে। বঙ্গ বিজেপির পরিচিত এক লড়াকু মুখ ছিলেন ওই বৈঠকে। ছিলেন বিজেপির বেশ কয়েকজন পুরনো কিন্তু 'নিষ্ক্রিয়' নেতাও। এই বৈঠকে ছিলেন মোট ২৫জন নেতা।

প্রসঙ্গত, একদিকে দুর্নীতি আর আরেকদিকে হিন্দুত্ব- এই দুইয়ের ককটেলেই, বিজেপি ২০২৬-এর ভোটে লড়তে চাইছে।

এ প্রসঙ্গে বিজেপির সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, 'পশ্চিমবঙ্গে

এরপর ৩ পাতায়

গ্রীষ্মের প্রখর দাবদাহে বসুন্ধরাকে সিক্ত করতে 'অম্বুবাচী ' পালিত হয়

বেবি চক্রবর্ত্তী

অম্ব শব্দের অর্থ জল ও বাচি শব্দের অর্থ বৃদ্ধি। গ্রীষ্মের প্রখর দাবদাহে ধরিত্রী যখন শুকিয়ে যায়, আষাঢ়ের বৃষ্টি নব জল ধারার আশীর্বাদ নিয়ে পৃথিবী মাতা কে সিক্ত করে.. ধরিত্রী মাতার মাটি বীজ ধরনের উপযুক্ত হয় , সেই সময় টিকেই বলা হয় অম্বুবাচী। ধারিত্রী মাতার প্রতি শ্রদ্ধা। হিন্দুশাস্ত্রে পৃথিবীকে মায়ের সমান মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। বেদে বলা হয়েছে যে ধরিত্রী আমাদের মাত।

১১৫০ সালে পালবংশের ধর্মপাল বর্তমান গৌহাটিরপশ্চিমখণ্ডে রাজত্ব করতেন। তিনি খুব ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিছিলেন। তিনি আবার কামাখ্যা দেবীকে নীলাচল পর্বতে খুঁজে বার করে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। ধর্মপালই মায়ের যথাবিধি পূজার্চনার জন্য কনৌজ থেকে অনেক সদব্রাহ্মণকে কামরূপে নিয়ে আসেন।এরা বাসত্তরীয় ব্রাহ্মণ নামে খ্যাত। এঁরাই কামাখ্যা দেবীর মন্দিরের আদি পূজারী। পালবংশের শাসনের পর মন্দিরের আবার অবলুপ্তি ঘটে। মা কামাখ্যা হারিয়ে যান নীলাচলের গহীণ অরণ্যে। বারভুএ্যাদের সময় মন্দিরের ইতিহাস অতোটা পরিষ্কার জানা যায় না। পরে কামরূপের শাসন ভার করায়ত্ত করেন মেছ বা কোচবংশীয় শাসনকর্তা। এরা হাজো বংশীয় নামে পরিচিত ছিলেন। ১৪৮৫ সালে এই বংশের বিশু নামে এক শক্তিমান পুরুষ রাজা হন। ১৪৯০ সালে তিনি হিন্দুধর্ম গ্রহণ করে বিশ্বসিংহ নাম পরিচিতি লাভ করেন। তাঁর ভাই শিশু শিবসিংহ নামে পরিচিতি লাভ করেন। পরে এই বিশ্বসিংহ মন্দিরের পুনর্নির্মাণ করেন এবং তৎকালীন কামতাপুর বর্তমান কোচবিহারে এসে বসবাস শুরু করেন।যেখানে সতীর যোনিমন্ডল পতিত হয়েছিল সেই জায়গাটাকে বলে কুব্জিকাপীঠ। কথিত আছে যোনিরূপ যে প্রস্তরখণ্ডে মা কামাক্ষা অবস্থান করছেন, সেই শিলা স্পর্শ করলে মানুষ মুক্তিলাভ করে। এই প্রাচীন মন্দিরটিই কামাক্ষা দেবীর মন্দির নামে পরিচিত।পুরোহিতদের কথামতো মন্দিরে পুজো পর্ব সম্পাদন করা। প্রধান মন্দিরের বাইরের সৌভাগ্যকুণ্ড থেকে মাথায় জলের ছিটে দিয়ে শুরু করা হয় পুজো পর্ব। সেখানে অসমিয়া ভাষায় লেখা রয়েছে, 'যখনই মুখ খুলিবেন, মা কামাক্ষার নাম বলিবেন।' দেশের অন্যান্য বড় মন্দিরের মতোই নগদমূল্যে পুজো দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে বিভিন্ন স্তরে। দর্শনার্থীদের লম্বা লাইন। অনেকেই বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে দাড়িয়ে পূজা সারেন। এই মন্দিরে দেবীর কাছে প্রার্থনা নিয়ে দূরদূরান্ত থেকে অনেকেই ছুটে আসেন। মনস্কামনা পূর্ণ হলে তারা ঘন্টা বেধে যান। কামাখ্যা মন্দিরের চূড়া সপ্তরথ আকৃতির। তার গড়নে পাওয়া যায় মৌচাকের আদল। সাতটি ডিম্বাকৃতি গম্বুজের প্রতিটির ওপর তিনখানা স্বর্ণকলস বসানো আছে। মন্দিরের বহিরাংশে গণেশ ও অন্যান্য দেবদেবীর প্রতিকৃতি ও পুরাণ কাহিনীর নানা খণ্ডচিত্র খোদাই করা প্যানেলের সারি। মন্দিরের ভেতরে তিনটি প্রকোষ্ঠ। সবচেয়ে বড় পশ্চিম প্রকোষ্ঠটি আয়তাকার। এখানে সাধারণের প্রবেশ নিষেধ। মাঝের কক্ষটি বর্গাকার। এখানে দেবী কামাখ্যার চলন্তা মূর্তি আছে। দেওয়াল জুড়ে খোদাই করা শিলালিপি, মহারাজ নরনারায়ণ এবং অন্য হিন্দু দেবতার মূর্তি দেখা যায়। এই প্রকোষ্ঠর পরেই গুহা সংবলিত গর্ভগৃহ শুরু হয়েছে। গুহার দেওয়ালে কোনও ছবি বা খোদাইয়ের কাজ নেই। সরু সিঁড়ির ধাপের শেষে যোনি আকৃতির পাথরের ফাটল থেকে ঝরে পড়ছে প্রাকৃতিক ঝরণাধারা। জলের ধারা সৃষ্ট করেছে একরত্তি জলাশয় যার ধারে অবিরাম পূজার্চনা চলে। ধারার উৎসমুখ ঢাকা এক টুকরো লাল কাপড়ে। আষাঢ় মাসে অম্বুবাচী মেলার সময় কামাখ্যা মন্দির তিন দিন বন্ধ থাকে। এই সময় গর্ভগৃহের চারপাশের জল রক্তিম হয়ে যায়। দেবী রজঃস্বলা হন। তাই মন্দিরে প্রবেশ করা সকলের জন্য নিষিদ্ধ। শোনা যায় এক তরুণ পূজারী সেই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করায় দেবীর কোপে তিনি দৃষ্টিহীন হয়ে যান। জনশ্রুতি যে, কোচবিহারের যে রাজবংশ দেবীর প্রধান ভক্ত ছিল, দেবীর আদেশে তাদেরই মন্দিরে পুজো দেওয়া বারণ ছিল। এখনও রাজবংশের কেউ নীলাচল পর্বতের পাশ দিয়ে গেলে মন্দিরের দিকে তাকান না।তন্ত্র'- ছোট্ট একটি শব্দ, কিন্তু গভীর তার অন্তর্নিহিত অর্থ। তন্ত্র হল এক বৃহৎ ও অতিপ্রাচীন গুপ্ত বা লুপ্তপ্রায় বিষয়। মুক্ত বিশ্বকোষে বলা আছে, তন্ত্র হিন্দুসমাজে প্রচলিত ঈশ্বর উপাসনার একটি পথবিশেষ। শিব ও মহাশক্তির উপাসনা সংক্রান্ত শাস্ত্রগুলিকেও তন্ত্র সাধনা নামে অভিহিত করা হয়। তন্ত্রশাস্ত্র অনুযায়ী, এই মহাবিশ্ব হল শিব ও মহাশক্তির দিব্যলীলা। তন্ত্রে যেসব ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও রীতি-নীতির বর্ণনা রয়েছে তার উদ্দেশ্যই হল মানুষকে অজ্ঞানতা ও পুনর্জন্মের হাত থেকে মুক্তি দেওয়া।ভারতের আদি ও অকৃত্রিম তন্ত্র সাধনার জায়গা হল নীলাচল পর্বত। যা 'কামাখ্যাধাম' নামে পরিচিত। তন্ত্র এমনই একটি শাস্ত্র যার মাধ্যমে নিজেকে অনুসন্ধান করা যায়। নিজের অন্তরের ঈশ্বরকে খুঁজে পাওয়া যায়।তন্ত্র প্রাক্ বৈদিক আচার হ'লেও খ্রিস্ট্রীয় প্রথম সহস্রাব্দের প্রথম দিকে সাধারণের মধ্যে তন্ত্র সাধনা বিকাশ লাভ করে। গুপ্তযুগের শেষভাগে এই প্রথার পূর্ণ বিকাশ ঘটে। মূলত বৌদ্ধধর্মের হাত ধরেই পূর্ব এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বিস্তার লাভ করে এই তন্ত্রশাস্ত্রটি। তন্ত্র ভারতের অতিপ্রাচীন এবং গুরু পরম্পরার একটি গুপ্ত বিদ্যা। প্রাচীন ভারত থেকে বহু মূল্যবান পুঁথি চীনা পরিব্রাজকরা তাঁদের দেশে নিয়ে চলে গেছেন। এটি গুরু পরম্পরা বিদ্যা বলে প্রকৃত গুরুর খোঁজ করতে হয়। দীক্ষা ছাড়া এ শাস্ত্র সম্পর্কে সহজে কেউ কাউকে কিছু ব্যক্ত করেন না।

(১ম পাতার পর)

ছাব্বিশে বাংলায় নতুন হিন্দুত্ববাদী দল

কোনও নতুন দল এলে তা অবশ্যই স্বাগত, তবে পশ্চিমবঙ্গের বাইনারি এতে চেঞ্জ হবে না। যত দলই আসুক না কেন, ভোট আর ভাগ হবে না। তাই নতুন দল আসলে মানুষ তার উদ্দেশ্য খুব তাড়াতাড়ি বুঝতে পারবে। তৃণমূলকে হারাতে পারে একমাত্র বিজেপি। আগে তৃণমূল হারবে, তারপর পতাকার রঙ পাল্টাবে। তৃণমূলকে হারাতে পারে একমাত্র বিজেপিই।'

মাননীয় সংসদ কল্যাণ ব্যানার্জি মহাশয়ের আহবানে শ্রীরামপুর গান্ধী ময়দানে ৫ ও ৬ পল্লী গোষ্ঠী পূজা কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত খুঁটি পূজায়

গুরুতর অসুস্থ হয়ে নার্সিংহোমে ভর্তি হলেন সাংসদ সৌগত রায়

বেবি চক্রবর্ত্তী: কলকাতা

ছুটির দুপুরে হঠাৎই গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়। তাঁকে কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এদিন শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাঁকে। হাসপাতালে ভর্তি করানোর পর ইতিমধ্যেই তাঁর এমআরআই, সিটি স্ক্যান করা হয়েছে।তৃণমূল সাংসদের চিকিৎসায় গঠন করা হয়েছে মাল্টিডিসেপ্লিনারি টিম। জানা গিয়েছে, কিছু নিউরোলজিক্যাল সমস্যা রয়েছে তাঁর। শনিবার বিকেল থেকে ঘন ঘন বাথরুমেও যাচ্ছেন। কিছুদিন আগে কামারহাটি পৌরসভার অন্তর্গত ন' নম্বর ওয়ার্ডে এক শিব মন্দিরে অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন।সেখানেই অসুস্থ হয়ে পড়েন দমদম লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ সৌগত রায়। তৎক্ষণাৎ তাঁকে বেলঘরিয়া রথতলা মোড়ে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। সূত্রের খবর, হাসপাতালে পরীক্ষায় হৃদযন্ত্রের সমস্যা ধরা পড়ে বর্ষীয়ান সাংসদের। চিকিৎসকদের পরামর্শে সেদিন রাতেই বসানো হয় পেসমেকার। এর আগে, মার্চ মাসে, লোকসভার অধিবেশনের মাঝেই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন সৌগত। দিল্লির হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছিল তাঁকে।

সোনাগাছির যৌনকর্মীদেরও কিছু নীতি নৈতিকতা আছে, কলকাতা পুলিশের সেটাও নেই'

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালন কর্মসূচিকে পদে পদে বাধা পেয়ে কলকাতা পুলিশকে সোনাগাছির যৌনকর্মীদের সঙ্গে তুলনা করলেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। সোশ্যাল মিডিয়ায় শনিবার সুকান্তবাবুর একটি মন্তব্য প্রকাশ করে তৃণমূল কংগ্রেস। তাতে সুকান্তবাবুকে পুলিশকে উদ্দেশ করে বলতে শোনা যাচ্ছে, 'আপনারা আইনটাকে না সোনাগাছির সেক্স ওয়ার্কারে পরিণত করে দিয়েছেন।' তৃণমূলের দাবি, এই মন্তব্যের মাধ্যমে রাজ্যের মা - বোনেদের অপমান করেছেন সুকান্ত, তাঁকে ক্ষমা চাইতে হবে।তৃণমূলের পোস্টের জবাবে সুকান্তবাবু বলেন, 'রেড লাইট এরিয়ার মহিলাদেরও নীতি থাকে, সম্মান থাকে, কলকাতা পুলিশের নেই। আমি কলকাতা পুলিশকে বলেছি। তৃণমূল কংগ্রেস নেতারা অনুব্রত মণ্ডলের পুলিশের স্ত্রী ও মাকে গালি দেওয়াকে ঢাকার চেষ্টা করছে। এভাবে ঢাকতে পারবে না। আমি আবার বলছি। যারা দেহব্যবসা করে তাদেরও একটা নীতি থাকে, কলকাতা পুলিশ সেই নীতি মানছে না।'যদিও তৃণমূলের এই পোস্টকে আসলে অনুব্রতর মন্তব্যকে আড়াল করার চেষ্টা বলে পালটা আক্রমণ শানিয়েছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী।

তৃণমূলের পোস্ট করা ভিডিয়োয় সুকান্তবাবুকে একটিই লাইন বলতে শোনা যাচ্ছে। সেখানে তিনি বলছেন, 'আপনারা আইনটাকে না সোনাগাছির সেক্স ওয়ার্কারে পরিণত করে দিয়েছেন।' এই ভিডিয়ো পোস্ট করে তৃণমূলের তরফে সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখা হয়েছে, 'বিজেপি দেশের রাজনৈতিক আবহে আবর্জনা ছড়াচ্ছে। তাদের রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বাংলার আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থাকে যৌনকর্মীর সঙ্গে তুলনা করছেন। এবার এই আবর্জনার উৎস একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। কোনও আতিপাতি কেউ নয়, কোনও অজানা আইডি থেকে আসা মন্তব্যও নয়. একজন বর্তমান সাংসদ এই মন্তব্য করেছেন যিনি কি না সংবিধানের নামে শপথ নিয়েছেন। এটাই তাদের পরিচয়। তাদের সমস্ত স্লোগানের প্রচ্ছন্নে এক কদর্য, হিংসাত্মক মানসিকতা কাজ করে যে মানসিকতা মহিলাদের নির্যাতন ও অবমাননার বস্তু বলে মনে করে।'

সম্পাদকীয়

ইয়েলো ম্যাজিক'-এ লুকিয়ে ফাঁদ? সতর্ক করছেন সাইবার বিশেষজ্ঞরা

সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রায়ই নিত্যনতুন ট্রেন্ড দেখতে পাওয়া যায়। কখনও কোনও গানের সঙ্গে নাচ বা কোনও কর্মকাণ্ড। সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় চোখ রাখলেই দেখা যাচ্ছে নতুন ট্রেন্ড। সেটি হল এক গ্লাস জলে এক চিমটে হলুদ। আবার অনেকে হলুদের জায়গায় ব্যবহার করছেন নীল রং। এইগুলো রিল বানিয়ে ট্রেন্ডে গা ভাসাচ্ছেন অনেকেই।সাইবার সিকিওরিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, কেউ ভিডিও তৈরি করে আপলোড করলে বা সকলকে পাঠালে কোনও সমস্যা নেই। কিন্তু এই ফাঁকে কেউ যদি লিঙ্ক পোস্ট করে। সেটা যদি ফাদ হয়, তাহলে বিপদ। এই দিকটি অবশ্যই দেখা দরকার। এই নিয়ে মানুষকে সতর্ক থাকার কথো বলা হয়েছে।ট্রেন্ডে গা ভাসানো ভাল, কিন্তু সাবধানে পা ফেলার পরামর্শ দিচ্ছেন সাইবার সিকিওরিটির বিশেষজ্ঞরা।

ট্রেন্ডটি কী? প্রথমে স্বচ্ছ কাচের গ্লাসে পরিষ্কার জল নিতে হবে। গ্লাসটি রাখতে হবে স্মার্ট ফোনের টর্চের উপর। এরপর ঘর অন্ধকার করে এক চিমটে গুঁড়ো হলুদ জল ভর্তি গ্লাসে ফেললেই দেখা যাবে 'ইয়েলো ম্যাজিক'। সাইবার সিকিওরিটি বিশেষজ্ঞরা বলছেন,এই বিষয়ে সাবধান হতে হবে। হ্যাকাররা লিঙ্ক পাঠিয়ে ট্রেন্ডিং ভিডিও দেখতে বললে সেই লিঙ্কে ক্লিক করলেই বিপদ। ওই লিঙ্কে ক্লিক করলেই ঢুকে পড়বে ম্যালওয়্যার। তাঁরা সাবধান করেছেন, ভুলেও কোনও লিঙ্কে ক্লিক নয়।

এই ট্রেন্ড দেখেই মনে আসে লকডাউনের সময়কালের 'ডালগোনা কফি'র কথা। সেবার এই বিশেষ ধরনের কফি তৈরি করা 'ট্রেন্ডিং'য়ের তালিকায় চলে এসেছিল। প্রায় সকলেই সেই ডালগোনা কফি একবার হলেও বানিয়েছেন। কারও ভাল লেগেছে, কারও লাগেনি। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, এই ট্রেন্ডের পিছনে কী লুকিয়ে রয়েছে হ্যাকারদের মস্তিষ্ক?

তুমি লক্ষ্মী-সরস্বতী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(দ্বিতীয় পর্ব)

ধরছি । স্মরণ স্মৃতি, জিহ্বা গতি যুগে দাও মা সরস্বতী বিদ্যার ভার, যা শুনি তাই রয়। যা বলি তাই হয়, কার আজ্ঞে দোহাই মা সরস্বতী দেবীর বাঘবাণীর আজ্ঞে।

দেবী সরস্বতীকে আমরা হিমালয়কন্যা পার্বতীর কন্যা এবং লক্ষ্মী-গণেশ-কার্তিকের দিদি বলেই জানি। কিন্তু এ আসলে আমাদেরই মনগড়া গল্প। এর পেছনে কোনও শাস্ত্রীয় যুক্তি নেই।হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্যতম ধর্মীয় এ উৎসবে অগণিত ভক্ত বিদ্যা ও জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর চরণে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করছেন। অজ্ঞতার অন্ধকার দূর করতে কল্যাণময়ী দেবীর

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের ব্যক্তিবর্গকে সংবর্ধনা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কলকাতা। 'আমরা কা জান' (ভুকাইলাস) ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ প্রেস মিডিয়া অ্যান্ড স্যাটেলাইট ব্রডকাস্টিংয়ের সহযোগিতায় খিদিরপুর জোনে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এই কর্মসূচিতে মেধাবী শিক্ষার্থী মোঃ হামজা হাসান, রাফাত আরা, রেহান আহমেদ, আয়েশা জাফির, এসকে সুফিয়ান, শুভম কুন্ডু, আকাংশা লালা ছাড়াও তায়কোয়ান্দোর রাষ্ট্রীয় চ্যাম্পিয়ন শায়না পারভীন, জাতীয় খো-খো আয়েশা পারভীন, রানার ইনায়া সিদ্দিকী (এমবিবিএস) থ্রোতে ড. বিপথগামী কুকুরকে খাওয়ানোর জন্য বিখ্যাত খুরশিদা খাতুন, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব বরুন মুখার্জি, সরফরাজ আহমেদ, ইকবাল খান, জয়দীপ যাদব, সুদীপ্ত চৌধুরী সরকার, মোঃ জহির পাশাপাশি শোয়েব আহমেদ, ঋতুপ্রিয়া ভট্টাচার্য, জারা আসলাম, ইসরাত জাহান তাদের কাজের জন্য সংবর্ধনা দেওয়া হল। 'আমরা কা জান' (ভুকাইলাস) এর সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম জানান, এ সময় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ এমডি জোহেব হুসেন, পৃষ্ঠপোষক ডাঃ কে এম মান্দানা, ইজারুল হক, আলিপুর প্রেস ক্লাবের সভাপতি জগদীশ যাদব, শওকত সিদ্দিকী, নাজির রাহী, দীপক ভট্টাচার্য, ও রশিদ ভাই, মানিক খান, মানিক খান, রশিদ খান প্রমুখ। ব্যানার্জি, আয়েশা রেহমান, আরফা নাজ, প্রশান্ত বিশ্বাস ও অশোক সাহা প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। এসময় শিশুদের শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

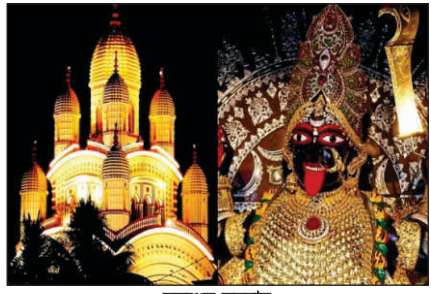

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

দীপান্বিতা রাত্রিতে লক্ষ্মীর পুজো করার প্রথা উত্তর ভারতে প্রচলিত। সম্ভবত এ প্রথার পেছনে জৈন প্রভাব আছে, কারণ জৈনরা বাণিজ্যিক সম্প্রদায় ছিল। কিন্তু মোক্ষের সঙ্গে লক্ষ্মীর যোগ নেই।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

'অম্বুবাচী' কেন পালিত হয় এবং দেবী কামাখ্যার পৌরাণিক কাহিনী

(গ্রীষ্মের প্রখর দাবদাহে বসুন্ধরা যেন সিক্ত হয়)

বেবি চক্রবর্ত্তী

বসুন্ধরাকে সুজলা - সুফলা করে তুলতে অম্বুবাচী ' পালিত হয়। এটি হল হিন্দুধর্মের বাৎসরিক উৎসব। 'অম্বুবাচী' একটি কৃষিভিত্তিক অনুষ্ঠান। এর অর্থ ধরিত্রীর উর্বরাকাল। বাংলা সালের ৭ থেকে ১১ আষাঢ় নিরয়ণ পঞ্জিকা মতে চার দিন গ্রাম-বাংলার মহিলারা এই অনুষ্ঠান পালন করেন। চাষ বাসের কাজ এই সময় বন্ধ থাকে। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে পিঠা-পায়েস বানাবার রীতি আছে। এই অনুষ্টানে বিধবা মহিলারা তিন দিন ধরে ব্রত রাখে। অম্বুবাচীর আগের দিন রান্না করা খাবার তারা তিন দিন ধরে খান। ঐ তিন দিন তারা কোন গরম খাবার খান না। এই তিন দিন কামরুপ কামাখ্যায় পূজা হয়। সমস্ত দেবী মন্দির বন্ধ থাকে। কামরুপ কামাক্ষায় মন্দিরের গরভ গৃহ থেকে লাল রং এর তরল (ভক্ত রা বলে মা এর যোনি থেকে রজস্রাবের রক্ত) বের হয়।

অম্বুবাচীকে বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় অমাবতী ও বলে।

হিন্দুশাস্ত্রে পৃথিবীকে মা বলা হয়। বেদে ও পৌরানিক যুগে পৃথিবীকে ধরিত্রীমাতা বলা হত। তাহলে দেখা যাচ্ছে পৃথিবী আমাদের মা, কারন সেখানেই শুধু আমাদের কেন ফুল, পাখী, গাছপালা এক কথায় সবাই আমরা পৃথিবীর সন্তান।মহাজাগতিক ধারায় পৃথিবী যখন সূর্যের মিথুন রাশিস্থ আদ্রানক্ষত্রে অবস্থান করে সেদিন থেকে বর্ষাকাল শুরু ধরা হয়। আমরা জানি মেয়েদের ঋতুকাল বা রজঃস্বলা হয় এবং একজন নারী তারপরই সন্তান ধারনে সক্ষম হয়। ঠিক তেমনি প্রতিবছর অম্বুবাচীর এই তিনদিনকে পৃথিবীর ঋতুকাল ধরা হয়। এর সাথে প্রাচীন কৃষিভিত্তিক উৎসব ব্যবস্থা জড়িয়ে আছে। এই তিন দিন জমিতে চাষ কোন করা হয় না। বর্ষায় সিক্তা পৃথিবী নতুন বছরে নতুন ফসল উৎপাদনের উপযোগী হয় । উর্ব্বরতা কেন্দ্রিক কৃষিধারায় নারী এবং ধরিত্রী সমার্থক বলে গন্য করা হয় । আষাঢ় মাসের শুরুতে পৃথিবী বা বসুমতী মাতা যখন বর্ষার নতুন জলে সিক্ত হয়ে ওঠেন তখন তাকে ঋতুমতী নারী রূপে গন্য করা হয় এবং শুরু হয় অম্বুবাচী, প্রবৃত্তির ঠিক তিন দিন পরে সেটা শেষ হয়, সেটা হল অম্ববুচি নিবৃত্তি। এই নিবৃত্তির পরই প্রাচীন কালে জমি চাষ করত কৃষকেরা। এখন ও বিভিন্ন জায়গায় এ নিয়ম রক্ষা হয় । ভারতের বিভিন্ন জায়গাতে এটা রজোউৎসব নামে ও পালিত হয়। আসামের কামরুপে কামাখ্যা দেবীর মন্দির এই তিনদিন বন্ধ থাকে। আমাদের প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী ঋতুকালে মেয়েরা অশুচী থাকে। একই ভাবে পৃথিবী এই অম্বুবাচী বা অমাবতীর তিন দিন অশুচী থাকে বলে চিন্তা করা হয়। এ সময় ব্রক্ষচারী, সাধু-সন্নাসী , যোগীপুরুষ, বিধবা মহিলা এরা কেউই অশুচি পৃথিবীর উপর আগুনের রান্না কিছু খান না । বিভিন্ন ফলমূল খেয়ে থাকেন এই তিন দিন। যাই হোক এটা ধর্মের একটা লৌকিক আচার। প্রতি বছর আষাঢ় এর ৭ তারিখে এটা শুরু হয় এবং ১০ তারিখে শেষ হয়।

বাংলায় প্রবাদে রয়েছে 'কিসের বার কিসের তিথি, আষাঢ়ের সাত তারিখ অম্বুবাচী।' এদিন থেকেই হয় অম্বুবাচী শুরু। জ্যোতিষ শাস্ত্রে বলা হয়েছে, সূর্য যে বারের যে সময়ে মিথুন রাশিতে গমন করেন, তার পরবর্তী সেই বারের সেই কালে অম্বুবাচী হয়। অর্থাৎ, পৃথিবী এই সময়ে ঋতুমতী হন। আম্বুবাচি কী? এর অর্থ কী?

ভগবতীর ষোড়শ যাত্রার মধ্যে অন্যতম হলো আম্বুবাচি যাত্রা । অম্বুবাচী কথাটি এসেছে সংস্কৃত শব্দ " অম্ব " ও " বাচি " থেকে। " অম্ব " শব্দের অর্থ হলো জল এবং " বাচি " শব্দের অর্থ হলো বৃদ্ধি । অতএব গ্রীষ্মের প্রখর দাবদাহের পর যখন বর্ষার আগমনে ধরিত্রী সিক্ত হয় এবং নবরূপে বীজধারণের যোগ্য হয়ে

ক্রমশঃ

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line - 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219
(Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364,
(Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সন্ধ্যা মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিকাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

আমেরিকার হামলার প্রত্যাঘাত শুরু

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ইরানের তিনটি পারমাণবিক কেন্দ্রে এয়ার স্ট্রাইক করেছে আমেরিকা। সূত্রের খবর, তারপরই প্রত্যাঘাতের হুঁশিয়ারি দিয়েছিল ইরান। এবার সেটাই সত্যি হল। তেহেরানের তরফে ইজরায়েলের শহরে মিসাইল ছোড়া হয়েছে বলে খবর। এক্স মাধ্যমে ইজরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনী তরফে এই তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে।B-2 স্টিলথ বোমারু বিমানের সাহায্যে আমেরিকার তরফে হামলা চালানো ইরানের ৩টি পারমাণবিক কেন্দ্রে। ফক্স নিউজ সূত্রে খবর, ফোরদোতে ফেলা হয়েছে ৬টি বাঙ্কার বাস্টার বোমা। হামলা চালানো হয়েছে নাতানাজ ও ইসফাহানে - এই দুই পরমাণু কেন্দ্রেও। সূত্রের খবর, আগামী ২৭ জুন পর্যন্ত বন্ধ ইজরাইলের আকাশসীমা। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এও বলেছেন যে, 'চেষ্টা করেছিলাম যাতে যুদ্ধ না হয়, শেষ পর্যন্ত আক্রমণ করতেই হল।'সূত্রের খবর, দু'দফায় ইরানের তরফে ২৭টি মিসাইল ছোড়া হয়েছে হাফিয়া এবং তেল আভিভ- এ। অন্তত ১১ জনের আহত হওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কয়েক ঘণ্টা আগেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন যে ইরানের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পরমাণু কেন্দ্রে হামলা করেছে আমেরিকার সেনা। এই ঘটনার পরই প্রত্যাঘাত করেছে ইরান। আগেই তারা হুঁশিয়ারি দিয়েছিল পাল্টা জবাব দেওয়ার। ইরানের পারমাণবিক কেন্দ্রে আমেরিকার এ ভাবে হামলা করার ঘটনাকেও ন্যাক্কারজনক বলে দাবি করা হয়েছে ইরানের তরফে।আমেরিকা ইরানে হামলা করার পরই পাল্টা হুঁশিয়ারি এসেছিল। সূত্রের খবর, ইরানের সরকারি প্রচার মাধ্যমে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে উদ্দেশ করে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে, 'শুরুটা আপনি করলেন। শেষটা আমরা করব। এখানে থাকা আমেরিকার নাগরিক, সেনা এখন নিশানায়।' এর পাশাপাশি সূত্রের খবর, জ্বালানি সরবরাহের লাইফলাইন হরমুজ প্রণালী বন্ধের হুঁশিয়ারিও দিয়েছে ইরান। সূত্রের খবর, বাহরাইনে আমেরিকার নৌবহরে হামলার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে তেহরানের তরফে। সূত্রের খবর, তৃতীয়পক্ষ যুদ্ধে জড়ালে ফল ভাল হবে না, নাম না করে আগেই আমেরিকাকে এই মর্মেই হুঁশিয়ারি দিয়েছিল ইরান।

ইচ্ছা করে কালীগঞ্জের ভোটগণনাকে দেরি করানো হচ্ছে, উঠল অভিযোগ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিধানসভা উপ-নির্বাচনের ভোট গণনা ঘিরে উত্তেজনার পারদ চড়ছে। নির্বাচন কমিশনের নির্ধারিত গণনা পদ্ধতি নিয়েই একাধিক রাজনৈতিক দল প্রশ্ন তুলেছে। মূল আপত্তি উঠেছে গণনার ধীরগতি এবং গণনার টেবিলের সংখ্যাকে ঘিরে। রাজনৈতিক দলগুলির আশঙ্কা এরফলে ভোট গণনা শেষ হতে দেরি হবে।জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর, গণনাকেন্দ্র ইতিমধ্যেই নিরাপত্তা বলয়ে মুড়ে ফেলা হয়েছে। মোতায়েন করা হয়েছে এক কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। জেলাশাসক এস অরুণ প্রসাদ এবং কৃষ্ণনগর জেলা পুলিস সুপার অমরনাথ কে শনিবার পরিদর্শনে যান গণনা কেন্দ্রে। কর্মকর্তারা পর্যায়ক্রমে নজরদারি চালাচ্ছেন যাতে কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে। গণনা পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনাকে ঘিরে এই বিতর্ক উপনির্বাচনের পরিবেশকে আরও উত্তপ্ত করে তুলেছে। স্বচ্ছতা ও বিশ্বাসযোগ্যতার দাবিতে যেভাবে রাজনৈতিক দলগুলি সরব হয়েছে, তাতে ভোটগণনার দিন উত্তেজনার পারদ আরও চড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছেন পর্যবেক্ষকেরা।

সোমবার সকাল ৮টা থেকে পানিঘাটা উমাদাস স্মৃতি উচ্চ বিদ্যালয়ে ভোট গণনা শুরু হবে। জানা গিয়েছে, মোট দুটি কক্ষে ১৬টি টেবিল বসানো হয়েছে। প্রতিটি ঘরে থাকবে ৮টি করে টেবিল। এর মধ্যে ১৪টি টেবিলে ইভিএম গণনা হবে এবং ২টি টেবিলে ব্যালট গোনা হবে। ৩০৯টি বুথের ভোট গণনার জন্য ২২ রাউন্ড সময় লাগবে বলে জানানো হয়েছে।

রাজনৈতিক দলগুলির আশঙ্কা, প্রতি রাউন্ডে প্রায় আধ ঘণ্টা সময় লাগলে চূড়ান্ত ফল প্রকাশ হতে রাত আটটা বা তারও বেশি সময় লেগে যেতে পারে। তৃণমূল কংগ্রেস, সিপিএম-কংগ্রেস জোট এবং বিজেপি তিন শিবিরই নিজেদের মতামত তুলে ধরেছে গণনা পদ্ধতি নিয়ে। বাম-কংগ্রেস জোটের দাবি, গণনা প্রক্রিয়াকে ইচ্ছাকৃতভাবে ধীর করে দেওয়া হচ্ছে, যার ফলে ভোটগণনার স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। সিপিএম নেতাদের অভিযোগ, অতীতে গভীর রাতে গণনার সুযোগ নিয়ে শাসক দল কারচুপি করেছে। এবারও সেই আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে।

তৃণমূল কংগ্রেসও অভিযোগ করেছে, আগে যেখানে ৩২টি টেবিলে গণনার পরিকল্পনা ছিল, এখন তা অর্ধেকে নামিয়ে আনা হয়েছে। এবিষয়ে দলের এক নেতা বলছেন, ফল প্রকাশে দেরি হলে তা নিয়ে বিভ্রান্তি এবং উত্তেজনা ছড়াতে পারে। সিসিটিভি বদল, কেন্দ্রীয় বাহিনীর সঙ্গে নিরীক্ষকের 'গোপন' বৈঠকসহ একাধিক বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছে ঘাসফুল শিবির।

অন্যদিকে, বিজেপির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, আগের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়েই নির্বাচন কমিশন এবং নিরীক্ষকরা পদক্ষেপ নিচ্ছেন। কৃষ্ণনগর সাংগঠনিক জেলার এক বিজেপি নেতার বক্তব্য, স্বচ্ছ গণনার জন্য কমিশনের পদক্ষেপ স্বাগত জানানোর মতো। তবে কংগ্রেসের অভিযোগ, ভোটগণনার শেষের দিকে বিজেপি-প্রভাবিত মাটিয়ারি ফরিদপুর এলাকার বুথ রাখা হয়েছে, যাতে রাত বাড়লে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে অনৈতিকভাবে ফল ঘোরানোর সুযোগ তৈরি হয়।

সিনেমার খবর

নিজের উচ্চতা নিয়ে খুব ভয় পেতাম, নার্ভাস হয়ে যেতাম : আমির খান

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডে পা রাখার শুরুর দিকে উচ্চতা নিয়ে ভয় আর অনিশ্চয়তা গ্রাস করেছিল আমির খানকে। চারপাশে ছিলেন অমিতাভ বচ্চন, বিনোদ খান্না, শত্রুঘ্ন সিনহার মতো লম্বা ও আকর্ষণীয় তারকারা। নিজেকে ছোটখাটো গড়নের মনে হতো আমিরের, যে কারণে সংশয় ছিল- এমন উচ্চতায় কি আদৌ নায়ক হওয়া যায়?

তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পাল্টেছেন আমির। এখন আর উচ্চতা নিয়ে কোনো রাখঢাক নেই তার। বরং নিজের দুর্বলতাকে রসিকতায় বদলে ফেলতে জানেন তিনি।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে নিজের অতীত অভিজ্ঞতা শেয়ার করেছেন এই বলিউড অভিনেতা।

'জাস্ট টু ফিল্মি'কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে আমির বলেন, "ক্যারিয়ারের শুরুর দিকে আমি খুব নার্ভাস ছিলাম। মনে হত, আমার মতো স্বল্প উচ্চতার কেউ আদৌ কি নায়ক হতে পারে?"

তার সেই ভয় বা দ্বিধার ছাপ দেখা যাবে আসন্ন ছবি সিতারে জমিন পর-এও। ছবির ট্রেলারে দেখা যায়, আমিরের অন-স্ক্রিন মা তাকে আদর করে ডাকছেন 'টিঙ্গু'। অথচ এই কথার মধ্যেই লুকিয়ে আছে তার দীর্ঘ লড়াইয়ের প্রতিচ্ছবি।

আমির বলেন, "জাভেদ সাহেব একবার বলেছিলেন, হাস্যরস শুধু মজা করার জন্য নয়, বরং কঠিন সময় পেরিয়ে যেতে সাহায্য করে। আমার মনে হয়, সেই মানসিকতা আমার বরাবরই ছিল।"

সিতারে জমিন পর ছবিতে আমিরকে দেখা যাবে এক বাস্কেটবল কোচের ভূমিকায়। শাস্তিস্বরূপ তাকে প্রশিক্ষণ দিতে হয় বিশেষভাবে সক্ষম কিছু কিশোরকে। ছবিটি স্প্যানিশ ছবি Campeones-এর রিমেক। পরিচালনায় রয়েছেন আর. এস. প্রসন্ন।

মারা গেছেন কারিশমার প্রাক্তন স্বামী সঞ্জয় কাপুর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারতীয় শিল্পপতি ও বলিউড অভিনেত্রী কারিশমা কাপুরের প্রাক্তন স্বামী সঞ্জয় কাপুর মারা গেছেন। ৫৩ বছর বয়সে না ফেরার দেশে পাড়ি জমালেন তিনি।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইন্ডিয়ার প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, বৃহস্পতিবার মারা যান সঞ্জয়। মৃত্যুর আগে তিনি ভারতের গুজরাটে বিমান দুর্ঘটনা প্রসঙ্গে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শোক প্রকাশ করেছিলেন।

তার কিছুক্ষণ পরই লন্ডনে আকস্মিক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় তার। জানা যায়, লন্ডনের মাঠে পোলো খেলার সময় হঠাৎই অসুস্থবোধ করতে শুরু করেন এ ব্যবসায়ী। দ্রুত তাকে হাসপাতালে নেয়া হলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

সঞ্জয়ের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই কারিশমার সঙ্গে দেখা করেছেন তার বোন বলিউড অভিনেত্রী কারিনা কাপুর ও তার স্বামী সাইফ আলি খান। অভিনেত্রীকে সান্ত্বনা জানিয়েছেন তার বান্ধবী বলিউড তারকা মালাইকা ও অমৃতা অরোরাও।

উল্লেখ্য, শিল্পপতি সঞ্জয় কাপুর প্রথমে ফ্যাশন ডিজাইনার নন্দিতা মাহতানিকে বিয়ে করেন। পরে ২০০৩ সালে বলিউড অভিনেত্রী কারিশমা কাপুরকে বিয়ে করেন তিনি। কিন্তু ২০১৪ সালে তাদের বিয়ে ভেঙে যায়। সঞ্জয় ও কারিশমার সংসারে এক ছেলে ও এক মেয়ে রয়েছে।

কারিশমার সঙ্গে বিচ্ছেদের পর মডেল প্রিয়া সচদেবের প্রেমে পড়েন এ ব্যবসায়ী। ২০১৭ সালে ভালোবেসে প্রিয়ার সঙ্গে তৃতীয়বার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন সঞ্জয় কাপুর।

আকাশছোঁয়া দাম রণবীর-আলিয়ার নতুন বাড়ির!

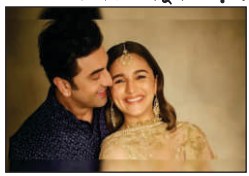

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মুম্বাইয়ের অন্যতম আকর্ষণ হল 'মান্নাত'। সেই বাড়ির দাম ২০০ কোটি টাকা। তবে শাহরুখ খানের বাড়ি 'মান্নাত'কেও ছাপিয়ে গিয়েছে রণবীর কাপুর ও আলিয়া ভাটের নতুন বাসস্থান। রণবীর-আলিয়ার নতুন বাড়ির দাম ২৫০ কোটি টাকা। এর চেয়ে বেশি দামের বাড়ি ভারতে আর কোনও বলিউড তারকার নেই। রণবীরের ঠাকুমা কৃষ্ণা রাজের নামে এই বাড়ির নামকরণ হচ্ছে বলেও জানা গিয়েছে।

বিলাসবহুল এলাকা বান্দ্রা পালি হিলে অবস্থিত এই বাড়ি। ছয় তলা বাড়ির ছবিও নেটপাড়ায় ইতিমধ্যেই ভাইরাল। বহু বছর ধরে এই বাড়ি তৈরি হয়েছে। বাড়িটি তৈরি হওয়ার সময়ে প্রায়ই গিয়ে দেখতে যেতেন আলিয়া ও রণবীর। নিজেরা দাঁড়িয়ে থেকে কাজ দেখেছেন তারা।

রণবীর ও আলিয়ার এই বাড়ি না কি ছাপিয়ে গিয়েছে অমিতাভ বচ্চনের বাড়ির দামও। বিগ-বির বাড়ি 'জলসা'র দাম ১২০ কোটি টাকা।

তারকা দম্পতির এই বাড়ি আদতে রাজ কাপুর ও কৃষ্ণা রাজ কাপুরের বাড়ি। আশির দশকে এই বাড়ি ঋষি কপূর ও নীতু কপূরকে লিখে দিয়েছিলেন তাঁরা। সেই বাড়িই উত্তরাধিকার সূত্রে এখন রণবীর ও আলিয়ার। এই বাড়ি এখন রণবীর, আলিয়া তাঁদের কন্যা রাহা কাপুরের নামে।

খুব শীঘ্রই এই বাড়িতে গিয়ে উঠবেন রণবীর ও আলিয়া। শোনা যাচ্ছে, বাড়ি তৈরির শেষ মুহূর্তের কিছু কাজ এখনও চলছে।

আনুষ্ঠানিকতা সেরে কুইয়াকে দলে ভেড়ালা ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সবকিছু প্রায় চূড়ান্ত ছিলই, এবার আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পন্ন করল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড।

উলভারহ্যাম্পটন ওয়ান্ডারার্স থেকে ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড ম্যাথেউস কুইয়াকে পাঁচ বছরের জন্য দলে ভেড়াল ইংলিশ ক্লাবটি। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স তাদের এক প্রতিবেদনে এ খবর জানিয়েছে।

রয়টার্স জানিয়েছে, ক্লাবের একটি সূত্র নিশ্চিত করেছে যে, কুইয়ার চুক্তিতে থাকা ৬ কোটি ২৫ লাখ পাউন্ডের রিলিজ ক্লজ পরিশোধ করেই তাকে ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে এনেছে ইউনাইটেড। চুক্তিতে আরও

এক বছর বাড়ানোর সুযোগও রাখা হয়েছে।

গত মৌসুমে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড কঠিন সময় পার করলেও নতুন ক্লাবে যোগ দিয়ে দারুণ রোমাঞ্চিত ২৬ বছর বয়সী কুইয়া। ব্রাজিলিয়ান তারকা বলেন,

"ছোটবেলায় দাদির বাড়িতে বসে যখন প্রিমিয়ার লিগ দেখতাম, তখন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডই ছিল আমার প্রিয় ক্লাব। তখন থেকেই লাল জার্সি পরার স্বপ্ন দেখতাম।"

তিনি আরও বলেন, "আমি আমার সতীর্থদের সঙ্গে পরিচিত হতে এবং নতুন মৌসুমের প্রস্তুতি নিতে তর সইছে না। এখন আমার পুরো মনোযোগ দলের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠা এবং ইউনাইটেডকে পুরনো সাফল্যে ফেরানোর জন্য কঠোর পরিশ্রমে।"

উলভারহ্যাম্পটনের হয়ে কুইয়া খেলেছেন ৯২টি ম্যাচ, গোল করেছেন ১৫টি। সর্বশেষ মঙ্গলবার ব্রাজিল জাতীয় দলের হয়ে প্যারাগুয়ের বিপক্ষে ১-০ ব্যবধানের জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন তিনি।

উল্লেখ্য, প্রিমিয়ার লিগের গত মৌসুম ইউনাইটেডের জন্য ছিল হতাশার—৪২ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের ১৫তম স্থানে থেকে মৌসুম শেষ করে রেড ডেভিলরা। নতুন এই চুক্তিতে তাদের ঘুরে দাঁড়ানোর প্রত্যাশা অনেকটাই জোরালো হলো।

'এমন হারের পর কষ্ট পাওয়া স্বাভাবিক'

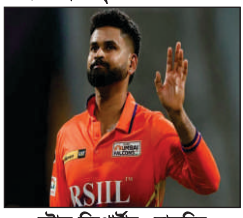

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ফাইনালের মঞ্চ যেন ক্রমেই হতাশার প্রতীক হয়ে উঠছে শ্রেয়াস আইয়ারের জন্য। আইপিএলের ফাইনালে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর কাছে পাঞ্জাব কিংসের হারের কষ্ট কাটতে না কাটতেই, মাত্র দশ দিন পর মুম্বাই টি-টোয়েন্টি লিগের ফাইনালেও শিরোপার খুব কাছ থেকে ফিরে যেতে হলো তাকে।

এইবার হতাশা সঙ্গী হলো তার দল সোবো মুম্বাই ফ্যালকনসের পরাজয়ে—যারা হেরে বসে মুম্বাই সাউথ সেন্ট্রাল মারাঠা রয়্যালসের কাছে।

প্রথমে ব্যাট করে ফ্যালকনস তোলে মাত্র ১৫৭ রান। জবাবে মারাঠা রয়্যালস ৪ বল হাতে রেখেই ৬ উইকেটে জয়ের বন্দরে পৌঁছে যায়।

ম্যাচশেষে আবেগভরা আইয়ার বলেন, "আমি কাউকে দোষ দিতে চাই না। একটা ম্যাচ দিয়ে কাউকে দোষারোপ করা মানে তার পেছনে ছুরি মারা। পুরো টুর্নামেন্টজুড়েই দল অসাধারণ খেলেছে। ফাইনালের আগে আমরা কেবল একটি ম্যাচ হেরেছিলাম। এখান থেকে আমাদের শেখার আছে।"

তিনি আরও বলেন, "এমন হারের পর কষ্ট পাওয়া স্বাভাবিক। তবে আমি নিশ্চিত, আগামী বছর দল আরও শক্ত হয়ে ফিরবে। ছেলেদের লড়াই ও প্রচেষ্টার জন্য আমি গর্বিত।"

উইম্বলডনের প্রাইজমানি বাড়ল ৭ শতাংশ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আগামী ৩০ জুন লন্ডনে শুরু হতে যাচ্ছে বছরের তৃতীয় গ্র্যান্ডস্ল্যাম টেনিস টুর্নামেন্ট উইম্বলডন চ্যাম্পিয়নশিপ। চলবে ১৩ জুলাই পর্যন্ত। প্রতিযোগিতা সামনে রেখে বাড়ানো হয়েছে প্রাইজমানি। এ বছর চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য সাত শতাংশ বাড়িয়ে সেটি রেকর্ড ৫৩.৫ মিলিয়ন পাউন্ড নির্ধারণ করা হয়েছে।

নারী ও পুরুষ এককের চ্যাম্পিয়ন প্রত্যেকেই পাবেন ৩ মিলিয়ন পাউন্ড করে, যা ২০২৪ আসরের তুলনায় ১১ শতাংশ বেশি। মূল ড্রতে অংশ নেওয়া খেলোয়াড়দের অংশগ্রহণ ফি ১০ শতাংশ বাড়িয়ে ন্যূনতম ৬৬ হাজার পাউন্ড করা হয়েছে।

বছরে চারটি গ্র্যান্ডস্ল্যাম থেকে প্রাপ্ত আয়ের একটি বড় অংশ দীর্ঘদিন ধরেই দাবি করে আসছিলেন খেলোয়াড়রা। তারই ফলে অল ইংল্যান্ড ক্লাব এবারের আসরে প্রাইজমানি বাড়ানোর ঘোষণা দিল। গত এপ্রিলে ২০ জন শীর্ষ সারির খেলোয়াড় গ্র্যান্ডস্ল্যাম কর্তৃপক্ষের কাছে এক চিঠিতে পুরস্কারের অর্থ বাড়ানোর দাবি জানায়। কিছু দিন আগে শেষ হওয়া ফ্রেঞ্চ ওপেন চলাকালীন এ নিয়ে আলোচনায় বসে সংশ্লিষ্টরা।

অল ইংল্যান্ড ক্লাবের চেয়ারউইম্যান ডেবি

জেভান্স উইম্বলডনের প্রাক-টুর্নামেন্ট সংবাদ সম্মেলনে গতকাল বলেছেন, 'খেলোয়াড়দের ক্ষতিপূরণের প্রতি আমাদের দীর্ঘস্থায়ী প্রতিশ্রুতি অব্যাহত রাখতে চায় ক্লাব। আমরা অত্যন্ত গর্বিত যে, আপনি যদি ১০ বছর পেছনে ফিরে তাকান, তা হলে সেই সময়ের তুলনায় সর্বমোট ১০০ শতাংশ এবং এই বছর ৭ শতাংশ প্রাইজমানি বৃদ্ধি দেখতে পাবেন। আমরা খেলোয়াড়দের কথা শুনেছি এবং তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। তাদের আরও কথা আমরা শুনব এবং আলোচনা করব। কিন্তু চারটি ইভেন্ট, গ্র্যান্ডস্লামে শুধু পুরস্কারের টাকার ওপর মনোযোগ টেনিসের চ্যালেঞ্জের মূলে পৌঁছায় না।'

এবারের উইম্বলডনে সবচেয়ে বড় পরিবর্তনটি হলো লাইন জাজদের পরিবর্তে সেখানে লাইভ ইলেকট্রনিং কলিং সিস্টেম বসানো হয়েছে।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR